তরমুজ চাষের সময়ভিত্তিক ধাপ ও ব্যবস্থাপনা

প্রথম পর্যায়: চারা উৎপাদন ও জমি তৈরি (রোপণের ৩০ দিন পূর্বে)

ধাপ ১: পলিব্যাগে চারা তৈরি (দিন -৩০)

* + সুস্থ ও সবল চারা পেতে ১০x৮ সেমি আকারের পলিব্যাগে সমপরিমাণ মাটি, বালি ও পচা গোবর মিশিয়ে ভর্তি করতে হবে।
  + বীজ বপনের ২৪ ঘন্টা পূর্বে বীজ পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর প্রতি পলিব্যাগে ১-২টি করে বীজ বপন করতে হবে।
  + বীজবাহিত রোগ প্রতিরোধের জন্য বপনের পূর্বে ছত্রাকনাশক (যেমন: কার্বেন্ডাজিম) দিয়ে বীজ শোধন করে নেওয়া উত্তম।
* আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ:
  + এই সময়ে রাতের তাপমাত্রা কম থাকতে পারে। তাই চারা গজানোর পর অতিরিক্ত ঠান্ডা বা কুয়াশা থেকে চারাকে রক্ষার জন্য রাতে পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে এবং দিনের বেলায় রোদ লাগাতে হবে।

ধাপ ২: জমি ও মাদা তৈরি (রোপণের ৭-১০ দিন পূর্বে)

* + জমিতে ৪-৫টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ভালোভাবে ঝুরঝুরে ও আগাছামুক্ত করে নিতে হবে।
  + ২ থেকে ২.৫ মিটার দূরত্বে সারি করে ৫০x৫০x৪০ সেমি আকারের মাদা বা পিট তৈরি করতে হবে।
  + প্রতিটি মাদার মাটির সাথে ১৫-২০ কেজি পচা গোবর, ১৫০ গ্রাম টিএসপি/ডিএপি, ১০০ গ্রাম জিপসাম, ৫০ গ্রাম এমওপি এবং ৫ গ্রাম বোরন সার ভালোভাবে মিশিয়ে মাদা প্রস্তুত করতে হবে। এতে সার মাটির সাথে মিশে স্থির হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় পাবে।
* আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ:
  + শুকনো আবহাওয়ায় জমি তৈরি করা উত্তম। মাটি 'জো' অবস্থায় (হালকা ভেজা) থাকলে চাষের মান ভালো হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়: চারা রোপণ ও প্রাথমিক পরিচর্যা

ধাপ ৩: চারা রোপণ (দিন ০)

* + ২৫-৩০ দিন বয়সী সুস্থ ও সবল চারা মাদায় রোপণ করতে হবে।
  + দিনের শীতল অংশে, অর্থাৎ পড়ন্ত বিকেলে চারা রোপণ করা উত্তম।
  + চারা রোপণের পর গাছের গোড়ায় হালকা সেচ প্রদান করতে হবে।
* আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ:
  + প্রখর রোদ বা অতিরিক্ত গরমের সময় চারা রোপণ করলে চারার মৃত্যুহার বেড়ে যায়। মেঘলা বা শীতল দিনে রোপণ করলে চারা দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হয়।

ধাপ ৪: গাছের বৃদ্ধি ও প্রথম সার প্রয়োগ (দিন ২০-২৫)

* + এই সময়ে গাছের লতা দ্রুত বাড়তে শুরু করে। জমির আগাছা পরিষ্কার করতে হবে।
  + প্রথম কিস্তির উপরি সার (হেক্টর প্রতি ৫০-৬০ কেজি ইউরিয়া ও ৬০-৭০ কেজি এমওপি) গাছের গোড়া থেকে কিছুটা দূরে প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে সেচ দিতে হবে।
* আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ:
  + তরমুজের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য প্রচুর রোদ এবং উষ্ণ দিন প্রয়োজন। এই সময়ে খরা দেখা দিলে অবশ্যই সেচ দিতে হবে।

তৃতীয় পর্যায়: ফুল-ফল ধারণ ও বিশেষ পরিচর্যা

ধাপ ৫: হাত পরাগায়ন ও দ্বিতীয় সার প্রয়োগ (দিন ৪০-৪৫)

* + ভালো ফলন নিশ্চিত করার জন্য এই সময়ে হাত পরাগায়ন করা অত্যন্ত জরুরি। সকাল ৬টা থেকে ৯টার মধ্যে পুরুষ ফুলের পরাগরেণু নিয়ে স্ত্রী ফুলের গর্ভমুণ্ডে হালকাভাবে লাগিয়ে দিতে হবে।
  + ফলের মাছি পোকা দমনের জন্য এই পর্যায়েই ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করতে হবে।
  + দ্বিতীয় কিস্তির উপরি সার (হেক্টর প্রতি ৭০-৮০ কেজি ইউরিয়া, ৬০-৭০ কেজি এমওপি এবং ৫ কেজি বোরন) প্রয়োগ করে সেচ দিতে হবে।
* আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ:
  + মেঘলা, কুয়াশাচ্ছন্ন বা বৃষ্টিমুখর দিনে মৌমাছির চলাচল কমে যায়, ফলে স্বাভাবিক পরাগায়ন ব্যাহত হয়। তাই এই সময়ে হাত পরাগায়ন ফলন বৃদ্ধিতে entscheidend ভূমিকা রাখে।

ধাপ ৬: ফল পাতলাকরণ ও তৃতীয় সার প্রয়োগ (দিন ৬০-৬৫)

* + বড় ও মানসম্মত ফল পাওয়ার জন্য প্রতি গাছে ২-৩টি সুস্থ ও সবল ফল রেখে বাকিগুলো ছোট অবস্থাতেই ফেলে দিতে হবে।
  + ফল যখন টেনিস বলের মতো বড় হবে, তখন মাটির সংস্পর্শে পচন থেকে রক্ষা করার জন্য ফলের নিচে খড় বা শুকনো পাতা বিছিয়ে দিতে হবে।
  + তৃতীয় ও শেষ কিস্তির উপরি সার (হেক্টর প্রতি ৭০-৮০ কেজি ইউরিয়া ও ৬০-৭০ কেজি এমওপি) প্রয়োগ করে সেচ দিতে হবে।
* আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ:
  + এই সময়ে শুষ্ক ও রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া ফলের আকার বড় হতে এবং মিষ্টতা তৈরিতে সাহায্য করে। একটানা বৃষ্টি বা আর্দ্র আবহাওয়ায় অ্যানথ্রাকনোজ রোগের প্রকোপ বাড়তে পারে।

চতুর্থ পর্যায়: ফল পরিপক্ককরণ ও সংগ্রহ

ধাপ ৭: সেচ বন্ধকরণ (দিন ৭০-৭৫)

* + ফল পাকার প্রায় ৭-১০ দিন আগে থেকে জমিতে সেচ দেওয়া পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে হবে। এটি তরমুজের মিষ্টতা বাড়ানোর জন্য একটি অপরিহার্য পদক্ষেপ।
* আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ:
  + ফল পাকার সময় শুষ্ক ও রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া থাকলে ফলের মিষ্টতা (TSS) সর্বোচ্চ হয়। এই সময়ে বৃষ্টি হলে ফলের মিষ্টতা কমে যায় এবং ফল ফেটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ধাপ ৮: ফসল সংগ্রহ (দিন ৮০-১০০)

* + জাতভেদে বীজ বপনের ৮০-১০০ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহের উপযুক্ত হয়।
  + ফল পেকেছে কিনা তা চেনার উপায়গুলো হলো: ফলের বোঁটার সাথে থাকা আঁকশি শুকিয়ে বাদামী হয়ে যাবে, ফলের খোসার রঙ উজ্জ্বল থেকে কিছুটা অনুজ্জ্বল হবে, এবং আঙুল দিয়ে টোকা দিলে "ড্যাব ড্যাব" বা ফাঁপা শব্দ হবে।
* আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ:
  + শুষ্ক দিনে ফল সংগ্রহ করা উত্তম। সকালের শীতল আবহাওয়ায় ফল সংগ্রহ করলে এর সতেজতা ও সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বৃষ্টির দিনে বা জমিতে কাদা থাকা অবস্থায় ফল সংগ্রহ করা উচিত নয়।

ফসল: তরমুজ

তরমুজের জাত পরিচিতি

বাংলাদেশে চাষ উপযোগী সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন জাতের তথ্য নিচে দেওয়া হলো:

বারি উদ্ভাবিত জাত

* বারি তরমুজ-১ (সুইট বেবি)
  + জাত পরিচিতি ও উদ্ভাবন: এটি একটি উচ্চ ফলনশীল উন্মুক্ত পরাগায়িত জাত যা বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়।
  + গাছের বৈশিষ্ট্য: গাছ মাঝারি শক্তিশালী এবং লতানো প্রকৃতির।
  + ফলের বৈশিষ্ট্য: ফল গোলাকার, খোসার রঙ হালকা সবুজের উপর গাঢ় সবুজ ডোরাকাটা। ফলের শাঁস টকটকে লাল, অত্যন্ত রসালো ও মিষ্টি (TSS ১০-১২%)। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ২-৩ কেজি।
  + ফলন: হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ২৫-৩০ টন।
  + জীবনকাল: প্রায় ৮৫-৯৫ দিন।
  + ফসল সংগ্রহ: বীজ বপনের ৭৫-৮০ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ করা যায়।
  + জাতের বিশেষত্ব: এটি একটি আগাম জাত এবং ছোট আকারের হওয়ায় "আইসবক্স" টাইপ হিসেবে পরিচিত। পারিবারিক বাগানের জন্য বেশ উপযোগী।
  + চাষ উপযুক্ত সময়: নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস বপনের উত্তম সময়।
* বারি তরমুজ-২
  + জাত পরিচিতি ও উদ্ভাবন: এটিও বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি উচ্চ ফলনশীল উন্মুক্ত পরাগায়িত জাত।
  + গাছের বৈশিষ্ট্য: গাছ শক্তিশালী ও দ্রুত বর্ধনশীল।
  + ফলের বৈশিষ্ট্য: ফল লম্বাটে বা ডিম্বাকৃতির, খোসার রঙ গাঢ় সবুজ। ফলের শাঁস উজ্জ্বল লাল, খুবই মিষ্টি (TSS ১১-১২%) এবং বীজ কম। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৬-৮ কেজি।
  + ফলন: হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ৪০-৫০ টন।
  + জীবনকাল: প্রায় ৯৫-১০০ দিন।
  + ফসল সংগ্রহ: বীজ বপনের ৮৫-৯০ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ শুরু হয়।
  + জাতের বিশেষত্ব: ফলের আকার বড় হওয়ায় বাণিজ্যিক চাষের জন্য অত্যন্ত লাভজনক। ফিউজেরিয়াম উইল্ট রোগ সহনশীল।
  + উপযোগী এলাকা: বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের চরাঞ্চলসহ প্রায় সব এলাকায় চাষযোগ্য।
  + চাষ উপযুক্ত সময়: নভেম্বর থেকে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়।

বেসরকারি জনপ্রিয় হাইব্রিড জাত

* বিগ টপ:
  + ফলের বৈশিষ্ট্য: ফল লম্বাটে, খোসার রঙ হালকা সবুজের উপর ডোরাকাটা। শাঁস গাঢ় লাল ও খুব মিষ্টি। ফলের গড় ওজন ৮-১০ কেজি।
  + ফলন: একর প্রতি ২০-২৫ টন।
  + ফসল সংগ্রহ: ৭০-৮০ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করা যায়।
  + জাতের বিশেষত্ব: ভাইরাস সহনশীল ও দূর পরিবহনের জন্য উপযুক্ত।
* গ্লোরী/ওয়ার্ল্ড কুইন:
  + ফলের বৈশিষ্ট্য: ফল গোলাকার, খোসার রঙ গাঢ় সবুজ। শাঁস লাল ও অত্যন্ত মিষ্টি। ফলের গড় ওজন ৭-৯ কেজি।
  + ফলন: একর প্রতি ১৮-২২ টন।
  + ফসল সংগ্রহ: ৭৫-৮৫ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করা যায়।
  + জাতের বিশেষত্ব: উচ্চ ফলনশীল ও ভাইরাস সহনশীল।
* হলুদ তরমুজ (যেমন: গোল্ডেন ক্রাউন, ব্ল্যাক বেবি):
  + ফলের বৈশিষ্ট্য: খোসার রঙ হলুদ বা কালো এবং শাঁসের রঙ হলুদ বা লাল হয়ে থাকে। অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও মিষ্টি।
  + ফলন: তুলনামূলকভাবে কম হলেও বাজারমূল্য অনেক বেশি।
  + জাতের বিশেষত্ব: নতুন জাত হিসেবে বাজারে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

উন্নত ও আধুনিক চাষাবাদ প্রযুক্তি

আবহাওয়া, মাটি ও জমি তৈরি

* আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ: তরমুজ উষ্ণ, শুষ্ক ও প্রচুর রোদযুক্ত আবহাওয়ার ফসল। ২২° থেকে ৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা তরমুজ চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। ফল পাকার সময় শুষ্ক ও রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া থাকলে ফলের মিষ্টতা বৃদ্ধি পায়। মেঘলা ও আর্দ্র আবহাওয়ায় রোগের আক্রমণ বাড়ে।
* মাটি: পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা সম্পন্ন উর্বর বেলে দোআঁশ মাটি তরমুজ চাষের জন্য সর্বোত্তম। নদীর চরাঞ্চল তরমুজ চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।
* জমি তৈরি ও মাদা প্রস্তুতি: ৪-৫টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ভালোভাবে ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। এরপর ২ থেকে ২.৫ মিটার দূরে দূরে প্রায় ৫০x৫০x৪০ সেমি আকারের মাদা বা পিট তৈরি করতে হবে।

চাষ পদ্ধতি

* বীজ বপনের সময়: রবি মৌসুমে অর্থাৎ নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত তরমুজের বীজ বপনের উত্তম সময়।
* বীজ শোধন ও বপন: বপনের পূর্বে ছত্রাকনাশক দিয়ে বীজ শোধন করে নিলে চারা অবস্থায় রোগের আক্রমণ কম হয়। প্রতি মাদায় ৪-৫টি বীজ বপন করতে হয় এবং চারা গজানোর পর ২টি সুস্থ চারা রেখে বাকিগুলো তুলে ফেলতে হয়।
* আধুনিক প্রযুক্তি (চারা উৎপাদন): আগাম ফসল ও সুস্থ চারার জন্য পলিথিনে বা ট্রে-তে ২৫-৩০ দিন বয়সের চারা তৈরি করে মাদায় রোপণ করা উত্তম। এতে বীজের অপচয় কম হয় এবং চারা অবস্থায় آفات থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
* বিশেষ পরিচর্যা:
  + হাত পরাগায়ন: ভালো ফলনের জন্য সকাল বেলা স্ত্রী ফুলে পুরুষ ফুল দিয়ে হাত পরাগায়ন করিয়ে দিলে ফল ধারণ নিশ্চিত হয়।
  + ফল পাতলাকরণ: ভালো ও বড় আকারের ফল পাওয়ার জন্য প্রতি গাছে ২-৩টির বেশি ফল রাখা উচিত নয়। অতিরিক্ত ফল ছোট অবস্থায় ফেলে দিতে হয়।
  + ফলের নিচে খড় দেওয়া: ফল যখন টেনিস বলের মতো বড় হয়, তখন মাটির সংস্পর্শে পচন থেকে রক্ষা করার জন্য ফলের নিচে খড় বা শুকনো পাতা বিছিয়ে দিতে হবে।
  + মালচিং পেপার: আধুনিক পদ্ধতিতে বেড তৈরি করে মালচিং পেপার ব্যবহার করলে আগাছা নিয়ন্ত্রণ হয়, মাটির আর্দ্রতা বজায় থাকে এবং রোগবালাই কম হয়।

সেচ ব্যবস্থাপনা

* তরমুজ গাছ খরা সহ্য করতে পারলেও ভালো ফলনের জন্য সেচ অপরিহার্য।
* বীজ বপনের পর, গাছের বৃদ্ধির সময় এবং ফুল-ফল আসার সময় জমিতে পর্যাপ্ত রস থাকা আবশ্যক।
* শুকনো মৌসুমে প্রতি মাদায় ৭-১০ দিন পরপর সেচ দেওয়া প্রয়োজন। তবে খেয়াল রাখতে হবে গাছের গোড়ায় যেন পানি না জমে।
* গুরুত্বপূর্ণ: ফল পাকার প্রায় ৭-১০ দিন আগে থেকে সেচ দেওয়া বন্ধ করে দিতে হয়। এতে ফলের মিষ্টতা বৃদ্ধি পায় এবং ফল ফাটার সম্ভাবনা কমে।

সার ব্যবস্থাপনা

ভালো ফলনের জন্য তরমুজের জমিতে সুষম সার প্রয়োগ অপরিহার্য। নিচে হেক্টরপ্রতি সারের মাত্রা দেওয়া হলো:

| সারের নাম | মোট পরিমাণ (কেজি/হেক্টর) | মাদা তৈরিতে প্রয়োগ | ১ম কিস্তি (২০-২৫ দিন পর) | ২য় কিস্তি (৪০-৪৫ দিন পর) | ৩য় কিস্তি (৬০-৬৫ দিন পর) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| পচা গোবর/কম্পোস্ট | ১৫,০০০-২০,০০০ | সম্পূর্ণ | - | - | - |
| ইউরিয়া | ২০০-২৫০ | - | ৫০-৬০ | ৭০-৮০ | ৭০-৮০ |
| টিএসপি/ডিএপি | ১৫০-২০০ | সম্পূর্ণ | - | - | - |
| এমওপি | ২০০-২৫০ | ৫০-৬০ | ৬০-৭০ | ৬০-৭০ | ৬০-৭০ |
| জিপসাম | ১০০ | সম্পূর্ণ | - | - | - |
| বোরন (সলুবর) | ১০ | ৫ | - | ৫ | - |

প্রয়োগ পদ্ধতি:

* মাদা তৈরির সময় সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি/ডিএপি, জিপসাম এবং নির্ধারিত এমওপি ও বোরনের প্রথম অংশ মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
* চারা গজানোর পর তিন কিস্তিতে ইউরিয়া এবং বাকি এমওপি ও বোরন সার গাছের গোড়া থেকে কিছুটা দূরে প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে সেচ দিতে হবে।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM)

পোকামাকড় চেনার উপায় ও প্রতিকার

* ফলের মাছি পোকা (Fruit Fly):
  + চেনার উপায়: স্ত্রী মাছি পোকা কচি ফলের ত্বকের নিচে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে কীড়া বের হয়ে ফলের নরম অংশ খেয়ে নষ্ট করে ফেলে। আক্রান্ত ফল বিকৃত হয়, পচে যায় এবং ঝরে পড়ে।
  + আইপিএম ব্যবস্থাপনা:
    - পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা: আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে মাটিতে পুঁতে বা পুড়িয়ে ধ্বংস করা।
    - ফাঁদ ব্যবহার: ফেরোমন ফাঁদ (কিউলিউর) ব্যবহার করে পুরুষ মাছি পোকা দমন করা সবচেয়ে কার্যকর ও পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি।
    - বিষটোপ: পাকা কুমড়া বা মিষ্টি কুমড়ার সাথে অনুমোদিত কীটনাশক মিশিয়ে বিষটোপ তৈরি করে ব্যবহার করা যায়।
* পামকিন বিটল বা লাল পোকা (Red Pumpkin Beetle):
  + চেনার উপায়: পূর্ণবয়স্ক লাল রঙের পোকা চারা গাছের পাতা ও ফুল ছিদ্র করে খায়। এদের কীড়া গাছের শিকড়ের ক্ষতি করে, ফলে গাছ ঢলে পড়ে মারা যেতে পারে।
  + আইপিএম ব্যবস্থাপনা:
    - যান্ত্রিক দমন: সকাল বেলা পোকা যখন অলস থাকে, তখন হাত দিয়ে ধরে মেরে ফেলা।
    - পরিচর্যা: গাছের গোড়ায় ছাই ছিটিয়ে দিলে পোকার আক্রমণ কমে।
    - রাসায়নিক প্রতিকার: আক্রমণ বেশি হলে সাইপারমেথ্রিন বা কারবারিল গ্রুপের কীটনাশক অনুমোদিত মাত্রায় স্প্রে করতে হবে।
* জাব পোকা (Aphid):
  + চেনার উপায়: এরা গাছের কচি পাতা ও ডগার রস চুষে খায়, ফলে পাতা কুঁকড়ে যায় এবং গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এরা ভাইরাস রোগের বাহক হিসেবেও কাজ করে।
  + আইপিএম ব্যবস্থাপনা:
    - ফাঁদ: জমিতে আঠালো হলুদ ফাঁদ ব্যবহার করে পোকার উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
    - জৈব কীটনাশক: নিম তেল বা সাবান-পানি স্প্রে করে প্রাথমিক আক্রমণ দমন করা যায়।
    - রাসায়নিক প্রতিকার: আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক স্প্রে করতে হবে।

রোগ চেনার উপায় এবং প্রতিকার

* ফিউজেরিয়াম উইল্ট বা ঢলে পড়া রোগ (Fusarium Wilt):
  + চেনার উপায়: এটি একটি মাটিবাহিত ছত্রাকজনিত রোগ। আক্রান্ত গাছের লতাগুলো এক এক করে বা পুরো গাছটাই হঠাৎ করে ঢলে পড়ে ও শুকিয়ে মারা যায়।
  + আইপিএম ব্যবস্থাপনা:
    - জাত নির্বাচন: বারি তরমুজ-২ এর মতো রোগ সহনশীল জাত চাষ করা।
    - শস্য পর্যায়: একই জমিতে বারবার তরমুজ বা কুমড়া জাতীয় ফসল চাষ না করে কমপক্ষে ৩-৪ বছরের শস্য পর্যায় অনুসরণ করা।
    - পরিচর্যা: জমিতে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা রাখা।
    - প্রতিকার: এই রোগের কোনো কার্যকর রাসায়নিক প্রতিকার নেই, প্রতিরোধই একমাত্র উপায়।
* অ্যানথ্রাকনোজ (Anthracnose):
  + চেনার উপায়: এটি একটি ছত্রাকজনিত রোগ। ফল ও পাতায় পানিভেজা গোলাকার দাগ দেখা যায়, যা পরে বড় হয়ে কালো ও দাবানো ক্ষতের সৃষ্টি করে।
  + আইপিএম ব্যবস্থাপনা:
    - বীজ শোধন: বপনের পূর্বে বীজ শোধন করে নেওয়া।
    - রাসায়নিক প্রতিকার: রোগ দেখা দিলে ম্যানকোজেব (যেমন: ডাইথেন এম-৪৫) বা কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পরপর স্প্রে করতে হবে।
* ডাউনি মিলডিউ (Downy Mildew):
  + চেনার উপায়: পাতার উপরের দিকে হলদেটে এবং নিচের দিকে হালকা বেগুনি বা ধূসর রঙের ছত্রাকের আস্তরণ দেখা যায়। পাতা শুকিয়ে মরে যায়।
  + আইপিএম ব্যবস্থাপনা:
    - পরিচর্যা: জমিতে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখা।
    - রাসায়নিক প্রতিকার: ম্যানকোজেব + মেটালেক্সিল গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন: রিডোমিল গোল্ড) প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ

তরমুজ পেকেছে কিনা তা চেনার কিছু উপায় হলো:

* ফলের বোঁটার সাথে যে আঁকশি বা টেন্ড্রিল থাকে, তা শুকিয়ে বাদামী রঙ ধারণ করে।
* ফলের যে অংশটি মাটির সংস্পর্শে থাকে, তার রঙ সাদা থেকে হলুদাভ হয়।
* আঙুল দিয়ে টোকা দিলে যদি "ড্যাব ড্যাব" বা ফাঁপা শব্দ হয়, তবে ফল পেকেছে বলে ধরা হয়।
* ফলের উপরস্থ খোসার লোমশ ভাব শুকিয়ে গেলে বুঝতে হবে ফল পেকেছে।